লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের
একটি সহায়তা কেন্দ্র

# আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

**গ্রাহক হোন**
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
**২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা**
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ১৯ ● ১লা জানুয়ারী ২০১৪ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

## অল্প কথায়

### প্রাণী মিত্র

**বার্তা প্রতিনিধি :** রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত দু'জন করে মহিলা 'প্রাণী মিত্র' নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। গ্রামীণ এলাকায় গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনে এরা সহায়িকা হিসেবে নিযুক্ত হবেন। প্রার্থীদের যোগ্যতা হবে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ। নির্বাচিত হলে তাদের দু'মাসের প্রাণী পালন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, রাজ্যে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩৩৪৯।

### বিদ্যুৎ বন

**বার্তা প্রতিনিধি :** সুন্দরবনের ৮০-৮৫ শতাংশ পরিবার আজও বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ১,২ এবং হাসনাবাদ ও মিনাখাঁ ব্লকের ৮০-৮৫ শতাংশ বাড়ীতে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। সন্দেশখালি ২ ব্লকের আতাপুর, তুষখালি, খুলনা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মাত্র ৫-১০ শতাংশ বাড়ীতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আসলে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজ কম হওয়ায় সুন্দরবনের মানুষের ভোগান্তি কিছুমাত্র কমেনি। সম্প্রতি বারাসাতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার উন্নয়ন বিষয়ক এক বৈঠকে সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যুতায়নের এই বেহাল চিত্র উঠে আসে।

### শিশু সুরক্ষা

**বার্তা প্রতিনিধি :** শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ফাস্ট ফুড ও জাঙ্ক ফুডই শিশুদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুস্বাদু ফাস্ট ফুড চিপস্, আইসক্রীম শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। বাবা মায়েরাও শিশুদের এ ধরনের খাবারের আবদার মেটাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনছে। বর্তমানে ফাস্ট ফুডের বাজার দশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আগামী ছ'বছরের মধ্যে তা ২৫ হাজার কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলবে। উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য মন্ত্রক এ ধরনের খাবারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে গিয়ে আপাতত স্কুলের আশপাশের দোকানগুলির কথাই ভাবছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। বাবা মা এবং অভিভাবকদেরও এব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

## উন্নয়ন ও পরিষেবা বিষয়ক কর্মশালা

**প্রদীপ মুখোপাধ্যায়:** পায়ে পায়ে একশ' দিন অতিক্রম করলো বর্ধমান জেলা পরিষদ। এই উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর জেলার ২৭৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত কর্মচারীদের নিয়ে মিলিত ভাবে এক বিশেষ কর্মশালা বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হল, সমগ্র জেলা জুড়ে উন্নয়নের কাজগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা, একই সাথে আগামী দিনে জেলা পরিষদের কর্ম পরিকল্পনাও তুলে ধরা।

এদিনের কর্মশালার শুরুতেই গোটা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) হৃষিকেশ মুদি। 'উন্নয়নের আলোয় একশো দিন-বর্ধমান জেলা পরিষদ' শীর্ষক একটি খতিয়ান পেশ করে তিনি জেলা পরিষদের একশ' দিনের কাজের আনুপূর্বিক বিবরণ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, উন্নয়নের কাজ সঠিক ভাবে রূপায়ণ ও তার তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্লকে মিনি জেলা পরিষদ এবং প্রতিটি গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতের পৌঁছে যাওয়া। সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েতমুখী করে তোলা এবং পঞ্চায়েতের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। বিগত একশ' দিনে যেমন একাধিক সফল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তেমনি আগামীদিনেও জেলা পরিষদের পরিকল্পনাসমূহ তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেন। এর মধ্যে

এরপর পাঁচের পাতায়

## স্বেচ্ছাসেবী সংহতি মঞ্চে জেলা প্রশাসনের আস্থা

**উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় :** লোক কল্যাণ পরিষদের বোলপুর অফিসে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বীরভূম জেলার সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির মিলিত সংঘ 'বীরভূম স্বেচ্ছাসেবী সংহতি মঞ্চ'। উদ্দেশ্য ভালো প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিতভাবে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে জেলাকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া। সারা জেলায় এখনও পর্যন্ত ১৪টি বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংগঠন এই সমন্বিত প্রয়াসে হাতে হাত মিলিয়েছে। প্রতি মাসে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার আসর বসে। ইতিপূর্বে নয়নতারার উদ্যোগে বনভিলায়, স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উদ্যোগে আমোদপুরে এবং বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর আহ্বানে লাভপুরে সভা হয়েছে। সর্বশেষ সভা বসে মল্লারপুরে নঙ্গীসুভার আমন্ত্রণে। সেখানে আলোচনার বিষয় রাখা হয়েছিল উন্নয়নে পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমন্বয়। আলোচনার মুখ্য কান্ডারী ছিলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী, ময়ূরেশ্বর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিধান রায়। মঞ্চের পক্ষ থেকে

এরপর পাঁচের পাতায়

## দুর্নীতি রোধে লোকপাল বিল

**বার্তা প্রতিনিধি:** ১৭ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় লোকপাল বিল পাশ হওয়ার পর ১৮ ডিসেম্বর লোকসভায়ও তা পাশ হয়ে গেল। পাঁচ দশকে আটবারের চেষ্টাতেও লোকপাল বিল পাশ করানো না গেলেও নবমবারে এই বিল সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হল একরকম বিনা বাধাতেই। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথম প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রে লোকপাল ও রাজ্যগুলিতে লোকায়ুক্ত পদ তৈরি করার প্রস্তাব দেন। ১৯৬৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের আমলে মোট আটবার লোকপাল বিল পেশ করা হয়।

⇨ ২০০৪ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসার পর ইউ পি এ সরকার লোকপাল বিল পাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

⇨ ২০১১ সালের জানুয়ারিতে লোকপাল সহ একাধিক দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইউ পি এ সরকার। এদিকে ৫ এপ্রিল যন্তর মন্তরে নিজেদের তৈরি লোকপাল লাগু করার দাবীতে শুরু করা হয় টীম আন্নার অনশন। ৪ আগস্ট ইউ পি এ সরকার লোকসভায় যে বিল পাশ করে তা নিয়ে প্রচন্ড সমালোচনার জেরে বিল পাঠানো হয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। ১৬ আগস্ট জনলোকপালের দাবীতে ফের আন্নার অনশন শুরু হয়। ২৭ ডিসেম্বর লোকসভায় পাশ হয় লোকপাল বিল। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। ২০১২ সালে রাজ্যসভায় এই বিল আটকে দিলে তা পাঠানো হয় সিলেক্ট কমিটিতে। সিলেক্ট কমিটি হয়ে আসার পর ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী সহ এই বিল রাজ্যসভায় পাশ হয় বর্তমান বছরের ১৭ ডিসেম্বর। সংশোধিত লোকপাল বিল লোকসভায় গৃহীত হয় ১৮ ডিসেম্বর।

আরও খবর পাঁচের পাতায়

## তাঁত শিল্পীরাও স্বাস্থ্যবীমার আওতায়

**বার্তা প্রতিনিধি :** রাজ্যের ১১টি জেলার তাঁত শিল্পীদেরও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার অন্তর্ভুক্ত করাটাই নতুন বছরের উপহার। বলা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সফল হল। এর ফলে নদীয়ায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭১৪ জন, পূর্ব মেদিনীপুরে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬৩ জন, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৪লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫৩ জন, হাওড়ায় ৮৭ হাজার ২৯৭ জন, বর্ধমানে ৬ লক্ষ ১২ হাজার ১৯৫ জন, বীরভূমে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৩৭ জন, বাঁকুড়ায় ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৩৮ জন, মুর্শিদাবাদে ৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৭২ জন, মালদহে ৪,০৪,১৭৬ জন, উত্তর ২৪ পরগণায় ৪,৪৪,৭৮০ জন এই বীমা প্রকল্পে উপকৃত হবেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনায় প্রিমিয়ামের ২৫ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হয়।

## একশ' দিনের কাজ ও জীবন জীবিকা মিশন এক বিন্দুতে

**বার্তা প্রতিনিধি :** একশ' দিনের কাজের ব্যাপ্তি বাড়াতে বিশেষত: গ্রামের গরীব মানুষের জন্য আরও বেশি করে কাজের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রামীণ জীবনজীবিকা মিশন ও মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের অধীনে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের একীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রথম পর্যায়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই ৮ টি জেলার ১৭ টি ব্লকে পাইলট প্রজেক্ট রূপে কাজ শুরু হবে। এই কাজের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক তিনটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান- 'প্রদান', 'লোক কল্যাণ পরিষদ' এবং ' রায়দিঘি কমিউনিটি হেলথ সার্ভিস সোসাইটি'কে দায়িত্ব দিয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পে যারা কাজ করবেন তাদেরকে কাজ শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি দিতে হবে। ১৫ দিনের বেশি দেরী হলে প্রতিদিনের

এরপর পাঁচের পাতায়

**পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর**

**উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ**

**সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮**

## সম্পাদকীয়

# দুর্নীতি বিনাশে লোকপাল

অবশেষে প্রায় ৫০ বছরের চেষ্টা সফল হল। সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হল লোকপাল বিল। দুর্নীতি রোধে মোক্ষম অস্ত্র কতটা ক্ষুরধার হয়ে দুর্নীতিকে সমূলে বিনাশ করতে পারে এবার সেটাই দেখার। দিনের পর দিন আমাদের দেশে যেভাবে সরকারি স্তরে একের পর এক দুর্নীতি দেশের গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করে চলেছে এবার হয়ত লোকপালের মাধ্যমে প্রতিরোধের একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। পরিবর্তিত লোকপাল বিলে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ছাড়াও সরকার পরিচালিত সোসাইটি, ফান্ড এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্মও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদেশী অর্থে পুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তথা এন জি ও গুলির বিরুদ্ধে হামেশাই নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে। মোদ্দা কথা হল, দুর্নীতি রোধে লোকপালের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ একদিকে যেমন দেশের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরার পক্ষে সহায়ক হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশের গণতন্ত্রও শক্তিশালী হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ, প্রশাসনিক পরিকাঠামোর স্বচ্ছতা বজায় রাখা, সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সহ দেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে 'জনসচেতনতা' একটি বড় উপাদান হিসাবে চিহ্নিত। দেশের জনগণ যত বেশি দেশপ্রেমিক হয়ে উঠবেন, যত বেশি সচেতন হবেন, যত বেশি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন. লোকপালের মত ব্রহ্মাস্ত্রগুলিও তত বেশি ক্ষুরধার হয়ে উঠবে।

# কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সরকারি উদ্যোগ

**প্রকল্পের নাম-**

স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প।

**প্রকল্পের বিভাগ-**

আত্মমর্যাদা (একক)।

আত্মসম্মান (যৌথ)।

**প্রকল্পের অর্থ-**

আত্মমর্যাদা (একক) দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে কোনও প্রকল্প।

আত্মসম্মান (যৌথ) পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে কোনও প্রকল্প।

**কি ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে?**

ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটানো হবে।

খ) প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য সরকারি অনুদান সহ ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

গ) উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে।

**কারা আবেদন করতে পারেন?**

১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের যে কোনও বেকার যুবক যুবতী, যাদের পারিবারিক আয় মাসিক ১৫ হাজার টাকার নীচে তারা এককভাবে সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক গ্রহণযোগ্য কোনও প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবার পাঁচ বা তার বেশি সদস্যযুক্ত কোনও দল অনুরূপ ব্যাংক গ্রহণযোগ্য তাদের যে কোনও প্রকল্পের জন্য সর্বাধিক পঁচিশ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন করতে পারেন।

**কিভাবে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়-**

- ৫ শতাংশ আবেদনকারীকে দিতে হবে।
- ৩০ শতাংশ থাকবে রাজ্য সরকারের অনুদান। (একক প্রকল্পে সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা, যৌথ প্রকল্পে সর্বাধিক ৩.৫ লক্ষ টাকা)
- বাকি ৬৫ শতাংশ অথবা অবশিষ্ট অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক/আর্থিক সংস্থা থেকে বর্তমান সুদের হারে ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে।

**কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?**

সংশ্লিষ্ট ব্লক বা পৌরসভার এস এইচ জি সুপারভাইজার অথবা প্রকল্প সহায়কদের সঙ্গে।

**সরকারি স্তরে এই প্রকল্পটি কোন মন্ত্রকের অধীনে?**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের অধীন একটি সংস্থা সোসাইটি ফর সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট অফ আন-এমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েস্ট বেঙ্গল।

## মৃত্যুর পরেও জীবন্ত দৃষ্টি

# মরণোত্তর চক্ষুদান সম্পর্কিত তথ্য

➢ **চক্ষুদান বিষয়টি কি?**

সমাজের কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় 'চক্ষুদান' হল একটি মহৎ সামাজিক কাজ। চক্ষুদান করা হয় মৃত্যুর পর। যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে চক্ষুদানের অঙ্গীকার না করে যান, তাহলেও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন 'চক্ষুদান' করতে পারেন।

➢ **মৃত্যুর পর সংগৃহীত চক্ষুগুলি কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?**

মৃত্যুর পর সংগৃহীত চক্ষুগুলির সামাজিক ও মানবিক গুরুত্ব অপরিসীম। চোখের সামনের দিকের পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ অংশ যেটি কর্ণিয়া নামে পরিচিত। সেটি কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের রোগীদের দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। চোখের অন্যান্য অংশগুলিও শিক্ষা এবং গবেষণার উন্নতির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

➢ **কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব কি?**

চোখের সামনের দিকের পরিষ্কার স্বচ্ছ অংশই হল কর্ণিয়া। এটি চোখের একটি স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। যদি কোন কারণে কর্ণিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যায়, তাহলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। এই ধরনের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়াকে কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

➢ **কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের কারণগুলি কি কি?**

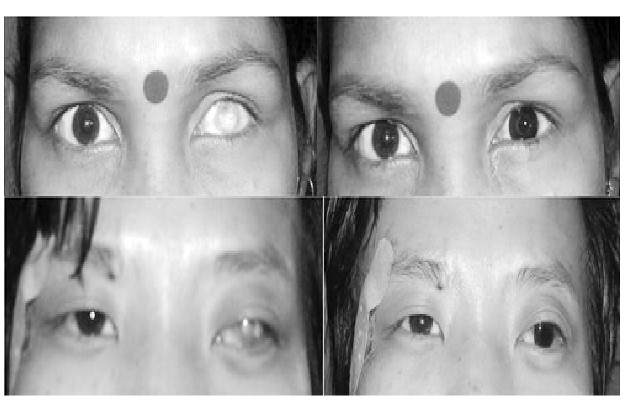

দুর্ঘটনাজনিত কোন কারণে কর্ণিয়া অস্বচ্ছ বা নষ্ট হতে পারে। তীর-ধনুক নিয়ে খেলার সময় অথবা ধারালো বস্তুর আঘাতও কর্ণিয়াকে অস্বচ্ছ করে দিতে পারে। বড়দের ক্ষেত্রে কলকারখানায় কাজ করার সময় বিভিন্ন রাসায়নিকের সংস্পর্শে, কৃষিক্ষেত্রে অসাবধানতা, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা অথবা রাস্তার কোন দুর্ঘটনায় চোখের আঘাতও 'কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের বড় কারণ। সংক্রমণ এবং অপুষ্টির (ভিটামিনের অভাব) জন্যও কর্ণিয়া নষ্ট হতে পারে।

➢ **কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের কি প্রতিকার সম্ভব?**

হ্যাঁ, শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে অস্বচ্ছ কর্ণিয়াকে তুলে স্বচ্ছ কর্ণিয়া (মৃত ব্যক্তি হইতে সংগৃহীত) প্রতিস্থাপন সম্ভব। যেহেতু কৃত্রিম কর্ণিয়া তৈরি করা অসম্ভব, সেজন্য অন্যান্য ব্যক্তির থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করাই একমাত্র উৎস।

➢ **কর্ণিয়া আমরা পাই/পাব কোথা থেকে?**

মৃত্যুর ছ'ঘন্টার মধ্যে মৃত ব্যক্তির থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করা হয়। পরিবেশে গরমের প্রভাব (তাপমাত্রা) বেশি থাকলে কমপক্ষে ২-৪ ঘন্টার মধ্যে চক্ষু/কর্ণিয়া সংগ্রহ করা হয় এবং শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন করা হয়। যদিও কৃত্রিম কর্ণিয়া তৈরি করা সম্ভব নয় এবং এটির বিকল্পও কিছু নেই, সেই জন্য মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ বা দাহ করার আগেই চক্ষু সংগ্রহ করা হয়, যা দু'জন অন্ধ মানুষের দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

➢ **কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের পরিসংখ্যানটি কি রকম?**

ভারতবর্ষে প্রায় ১১ লক্ষ লোক কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের কারণে ভুগছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক, যদিও এদের দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব। বর্তমানে সারা দেশে সংগৃহীত চোখের পরিমাণ মাত্র ২৮,৮৫৭টি।

➢ **চক্ষুদানে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিভাবে তার চোখ দান করতে পারেন?**

চক্ষুদানে ইচ্ছুক ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার ইচ্ছার কথা পরিবারের সদস্যদের জানান এবং চক্ষুদানের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে যান। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা নিকটবর্তী চক্ষু ব্যাঙ্কে জানালে সেখান থেকে প্রতিনিধিরা এসে চক্ষু সংগ্রহ করেন।

➢ **চক্ষু ব্যাঙ্ক কি?**

চক্ষু ব্যাঙ্ক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কোনও লাভজনক সংস্থা নয়। চক্ষু ব্যাঙ্ক সমাজের কল্যাণ সাধন, মানব সেবার জন্য কাজ করে। চক্ষু ব্যাঙ্কের কাজগুলি হল - চোখ সংগ্রহ করা, প্রসেসিং করা, পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের বিতরণ করা।

➢ **আমি কিভাবে সুনিশ্চিত হব যে, আমার দেওয়া চক্ষুর অপব্যবহার হবে না?**

প্রতিটি চক্ষু ব্যাঙ্ক ট্রান্সপ্ল্যানটেশন অফ হিউম্যান অর্গান্স অ্যাক্ট, ১৯৯৪ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই আইন অনুযায়ী শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয় বা বিক্রয় করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রত্যেক চক্ষু ব্যাঙ্ককে সরকার শংসাপত্র দেয়, তাদের কাজের গতিবিধি নিয়মিত পরিদর্শনের ক্ষমতা রাখে। কোন চক্ষু ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সরকার সরাসরি তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে।

➢ **চক্ষুদানের পূর্বমুহূর্তে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?**

শবদেহ যে ঘরে রাখা থাকবে সেই ঘরের পাখার সুইচ বন্ধ করা প্রয়োজন, সম্ভব হলে এ.সি চালোনো ভাল। মৃত ব্যক্তির মাথাটা বালিশের উপর রাখতে হবে। বন্ধ চোখের পাতার উপর পরিষ্কার ভিজে তুলো রাখা দরকার। চোখের পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে কিনা দেখতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। চক্ষু ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষিত কর্মীকে চোখ তুলে নেওয়ার আগে অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। মৃতব্যক্তির রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

➢ **চক্ষু তুলে নেওয়ার পর কি কোনও সমস্যা হতে পারে?**

সাধারণত দু'টি পদ্ধতিতে চোখ তোলা হয়ে থাকে। কিছু চক্ষু ব্যাঙ্ক সমস্ত 'আইবল' বা চক্ষুগোলককে তুলে নেয়, এই সব ক্ষেত্রে অস্থায়ী কিছুক্ষণের জন্য রক্তক্ষরণ হতে পারে। এই অবস্থায় যা যা করণীয় সেগুলি চক্ষু ব্যাঙ্কের প্রশিক্ষিত কর্মীরা সঠিকভাবে করতে অভ্যস্ত। চোখ তুলে নেওয়ার পর খুব সুন্দরভাবে চোখের পাতাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা না যায়। অন্য আর একটি পদ্ধতিতে শুধুমাত্র কর্ণিয়াকে সংগ্রহ করা হয় এবং তার পরিবর্তে একটি প্লাস্টিক সিল্ড প্রতিস্থাপন করে দেওয়া হয়। এখানে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

➢ **চক্ষুদান কোন ধর্মবিরোধী বা ঐতিহ্যবিরোধী কাজ নয় তো?**

সমস্ত ধর্মই চক্ষুদানকে সম্মতি জানায়। আমাদের মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা চোখ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া বা কবরস্থ করে দেওয়ার চেয়ে একজন দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়াটা অনেক মহত্ত্বপূর্ণ কাজ।

➢ **কারা চক্ষুদান করতে পারেন?**

যে কেউ, যে কোন বয়সে চক্ষুদান করতে পারেন। এমনকি উচ্চ-রক্তচাপ, মধুমেহ, হাঁপানী, যক্ষ্মা ইত্যাদির মতো রোগ থাকলেও চোখ দান করা যায়। চশমা পরিহিত ব্যক্তিগণ, ছানি অপারেশনের পর এবং অন্যান্য অপারেশনের পরেও চক্ষুদান করতে পারেন। শুধু প্রয়োজন একটু সদিচ্ছার।

➢ **কারা চক্ষুদান করতে পারেন না?**

এইডস্ রোগী, হেপাটাইটিস-বি/সি রোগী, জন্ডিস, সিফিলিস, টিটেনাস, সেপ্টিসিমিয়া, জলাতঙ্ক রোগী, ব্লাড ক্যানসার, ভাইরাল ডিজিজ, ডেঙ্গু এবং রক্তদূষণজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীরা চক্ষুদান করতে পারেন না।

**যোগাযোগ করুন:** ৯৫৯৩৮৬৮৫১৯/৯৭৭৫৯৭৮৫৮/৯৪৭৫৩০৫৬১৬/৯৪৭৪৮৪৫৭৩৮/৯১২৬৬২০৬২৬/৯৪৩৪১৬৫০৫১/৯৬৪১৩৪৮২৫২/৯৫৯৩৮০০৯৭৬

*ভারতে প্রতি বছর ২ লক্ষ কর্ণিয়া প্রয়োজন, কিন্তু মাত্র ৪০ হাজার চক্ষু সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না। কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্ব দূর করতে - আসুন, আমরা মরণোত্তর চক্ষুদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।*

*সূত্র: আলিপুরদুয়ার লায়ন্স আই ব্যাঙ্ক*

# স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল চিত্রই ধরা পড়ল চুয়াপাড়ার স্বাস্থ্য শিবিরে

**জয়ন্ত দাশ :** জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগান অধ্যুষিত একটি ব্লক কালচিনি। প্রায় ৩ লক্ষ জনসংখ্যার এই ব্লকে একটিমাত্র ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটিমাত্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। পরিকাঠামো ও সদিচ্ছার অভাবে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবস্থাও বেহাল। স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসার প্রয়োজনে এলাকার মানুষকে প্রায়ই ১০০ কিলোমিটার ছুটে আসতে হয় জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি শহরে। এলাকার হতদরিদ্র মানুষগুলোর পক্ষে সেটুকুও সম্ভব হয় না। তাই এই ব্লকের চুয়াপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত এলাকা সেন্টাল ডুয়ার্সের হাতিমারা প্রাইমারী স্কুলে আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবিরে মানুষের ভিড় ছিল চেখে পড়ার মতো।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনা প্রকল্পে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজক জেলা জনস্বাস্থ্য শাখা। স্বাস্থ্যশিবিরকে সফল করতে চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কালচিনি ব্লকের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ডেডিকেটেড হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনি। জেলা জনস্বাস্থ্যশাখা আয়োজিত এই স্বাস্থ্যশিবিরে পরিষেবা দেওয়ার জন্যে হাজির ছিল লায়ন্স ক্লাব অব আলিপুরদুয়ার, জীবন সুরক্ষা নার্সিংহোম, ডুয়ার্স নার্সিংহোম এবং কালচিনি ও গাড়োপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা। বাগানের কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও এই স্বাস্থ্যশিবিরে প্রায় ৩৫০জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৫৫জন রুগীকে আলিপুরদুয়ার লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ছানি অপারেশন করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাকেশ চক্রবর্তী জানান-

হাতিমারা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পুরোনো বাড়ির পরিকাঠামো ব্যবহারের উপযোগী না হওয়ায় নতুন বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সেই নতুন বাড়িতেও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় বর্তমান স্বাস্থ্য শিবিরটি এই এলাকার মানুষের প্রয়োজন ছিল। তিনি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমার অধীনে আনার প্রতিশ্রুতি দেন।

চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত মহিলা প্রধান আমাশী নায়েক স্বতপ্রণোদিত ভাবে স্বাস্থ্যশিবিরের তদারকি করলেও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার সাফল্য নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। শিবিরে আগত বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধির সামনেই তিনি অভিযোগ করেন, সঠিক তদারকির অভাবে চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু গরীব উপভোক্তার নাম নথিভুক্ত হয়নি। তাছাড়া **'১০০ দিনে ১৫ দিন, স্বাস্থ্যবীমা করিয়ে নিন'**, বলে ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার হলেও বাস্তবে এই সুবিধা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি এ বি মহাল জানান, বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতে যে নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চলছে তার তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ওয়েবসাইটটের ওপর ভিত্তি করে। এই ওয়েবসাইটিতে তালিকা তৈরি করা হয়েছে গত বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পাঠানো সম্ভাব্য উপভোক্তার নামের তালিকা সংকলন করে। সুতরাং বর্তমান বছরে সম্ভাব্য উপভোক্তার নামের তালিকা ব্লকে পাঠানোর সময় প্রধানদের সতর্ক থাকতে বলেন বীমা কোম্পানীর উক্ত প্রতিনিধি।

স্বাস্থ্য শিবিরের একেবারে শেষবেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন কালচিনি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বি ডি ও) চন্দ্রসেন খেতি। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতির সঞ্চালিকা প্রিয়াঙ্কা টোপ্পো সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যগণ এবং ব্লক ও জেলার বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ। স্বাস্থ্য শিবিরটি সফল হলেও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার সুবিধা প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব নিতে না পারলে বহু উপভোক্তা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

# দেশজ ভেষজের উন্নতি

**বার্তা প্রতিনিধি:** প্রস্তাবিত জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কিত আইনে বিভিন্ন অসঙ্গতি থাকার ফলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সরকারি উদ্যোগে যে সমস্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হবে তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ স্বত:স্ফূর্ত হবে না। তাছাড়া এই কর্মসূচি প্রণয়নে সাধারণ মানুষ কতটা লাভবান হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ আইনেই বলা হয়েছে যে, জীব বৈচিত্র্যজাত সম্পদ ও সে সম্পর্কিত লোকায়ত জ্ঞান সম্পর্কে পঞ্চায়েত স্তরে বায়োডাইভারসিটি মনিটরিং কমিটি যে তথ্য নথিভুক্ত করবে সাধারণ মানুষের মতামতের তোয়াক্কা না করে সেই তথ্য বিদেশী ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছে বেচে দেওয়ার অধিকার রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি ন্যাশানাল বায়োডাইভারসিটি অথরিটির।

শুধু তাই নয়, এই কাজের জন্যে ভারতের কোন আদালতে ঐ কমিটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ জানানো যাবে না। এর আগে দেশজ ধানের বীজ ও তথ্য ইন্টারন্যাশানাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে বেঁচে দেওয়ার গল্প আমরা সবাই জানি। সুতরাং সেই গল্পের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে সমাজ সচেতন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এগিয়ে আসা উচিত। পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যজাত সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্প সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়ার জন্যে পরিকল্পনা করতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন পঞ্চায়েত স্তরে স্থানীয় সম্পদের মানচিত্র তৈরি করা। পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল পুরুলিয়ার কাশিপুর ব্লকে। ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় এবং পুরুলিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা করেছে কোলকাতার ইনস্টিটিউট অব ওয়েস্ট্ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল ডিজাইন।

বাঁকুড়া জেলার খরাপ্রবণ ব্লকগুলির অন্যতম হল রানীবাঁধ ব্লক। অরণ্য ঘেরা এই ব্লকের অধিকাংশ মানুষই জীবিকার প্রয়োজনে হুগলী ও বর্ধমান জেলার কৃষিক্ষেত্রে জনমজুর খাটতে যায়। বছরে একবার মাত্র ফসল হওয়ার ফলে ব্লকের অধিকাংশ মানুষই পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে ঐ দু'টি জেলায় জনমজুর খাটতে যেতে বাধ্য হয়। অথচ ব্লকের নিজস্ব জীব বৈচিত্র্যজাত সম্পদকে যদি সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে স্থানীয় মানুষের ঘর ছাড়ার প্রবণতা অনেকটাই আটকানো যেতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে বনদপ্তর, পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প করছেন ঠিকই কিন্তু সমস্ত বিভাগকে সংগঠিত করে কৃষি ও অরণ্যভিত্তিক শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করার জন্যে কেউ উদ্যোগ নেয়নি। এ ব্যাপারে কাশিপুর ব্লকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজে নামার আগে প্রাথমিকভাবে যে সম্পদগুলি সম্পর্কে সম্ভাবনা আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

এরপর চারের পাতায়

# উপভোক্তা গোষ্ঠী ও স্বনির্ভর দলের প্রশিক্ষণ শিবির বীরভূমে

**দেবালী ঘোষ :** লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের তাঁতীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাগৃহে সম্প্রতি সুসংহত জল বিভাজিকা কর্মসূচির অধীন উপভোক্তা গোষ্ঠী ও স্বনির্ভর দলের সদস্যদের জন্য দু'দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাঁতীপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুকুমার সাধু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য অনুপ গরাই।

লোক কল্যাণ পরিষদের সত্যনারায়ণ সর্দার সুসংহত জলবিভাজিকা কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই জায়গা থেকে জল সংরক্ষণ কর্মসূচি আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জল সংরক্ষণ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্ম নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও উপকৃত হবে। জল সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষির উন্নতির সাথে সাথে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করে গ্রামীন বিকাশ ঘটানো সম্ভব। পরিষদের স্বেচ্ছাব্রতী অমলেন্দু ঘোষ বলেন, স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে ছোট ছোট পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। যাদের জমি নেই তারা অল্প অল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে জমি লিজ নিয়ে চাষবাস করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারেন। তাছাড়া ছোটো ছোটো ব্যবসার মাধ্যমে তাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব যা এই কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিনে বন আধিকারিক

সৌমেন্দ্রনাথ রায় পরিবেশ সুরক্ষায় গাছের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, একটি গাছ একটি প্রাণ। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা এক একটি গাছ কেটে ফেলে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি। গাছ লাগিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য যে বজায় রাখা যায় তা তিনি চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরেন। কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক দেবাশিষ ঘোষ বিভিন্ন রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ, জৈব সার ব্যবহার, বন্ধু পোকা, শত্রু পোকা প্রভৃতি চিহ্নিত করার উপর আলোকপাত করেন। কোনরূপ ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব কীটনাশক যেমন নিম তেলের নির্যাস, তামাক পাতার নির্যাস, সাবানের দ্রবণ, গোবর জল ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

শুধুমাত্র কৃষির উপর জোর না দিয়ে আমরা যদি প্রাণীপালনের উপর জোর দিই তাহলে অনেক ছোটো ছোটো পরিবারও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারে বলে মনে করেন ব্লক প্রাণীপালন আধিকারিক নিহার ভৌমিক। মুরগী, হাঁস কিভাবে পালন করতে হয় এবং কোন প্রজাতির উৎপাদন ক্ষমতা কত বেশি তা নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রাণীদের পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া, টিকাকরণ করা, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি বিষয়গুলি তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ৪০ জন স্থানীয় কৃষক এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

# জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সদিচ্ছার অভাব

পৃথিবীর দরিদ্রতম দুই তৃতীয়াংশ মানুষ জীবনধারণের জন্যে পুরোপুরি জীববৈচিত্র্য নির্ভর অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। ভারতে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১.৭ শতাংশ আসে অরণ্য থেকেই। শক্তির ২০ শতাংশ চাহিদা মেটাচ্ছে অরণ্য। ভারতে বিভিন্ন অরণ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে ২৭ কোটি টন জ্বালানী, ২৮ কোটি টন পশুখাদ্য, ১ কোটি ২০ লক্ষ ঘনমিটার কাঠ এবং অন্যান্য সম্পদ। টাকার অঙ্কে যার মূল্য ৩০ হাজার কোটি টাকা। তাছাড়া ভারতের আয় এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার বড় উৎস এই জীববৈচিত্র্য। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ১৯৯৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৯০০ কোটি টাকার ভেষজ ঔষধি উৎপন্ন হয়। দেশের মধ্যে এধরনের ঔষধির ব্যবসা হয় ৫৫০ কোটি টাকার। গত ১৬ বছরে এটি হয়ত আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। ৩০ কোটি ভারতীয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন ভেষজ ব্যবহার করেন। স্থানীয়ভাবে পাওয়া প্রায় ১৫ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে ৭ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদই ভেষজগুণের কারণে গ্রামের মানুষরা ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া প্রায় ১ হাজার ৬০০ প্রজাতির উদ্ভিদ ফসলের শত্রু পোকা দমনের পক্ষে উপযোগী বলে প্রমাণিত। এর মধ্যে নিমের মত উদ্ভিদেরা বহুমুখীগুণসম্পন্ন হওয়ায় ভারতে ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ভেষজ ওষুধ রপ্তানী করে ভারত পেয়েছিল ১৯৭ কোটি টাকা। সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হলে জীববৈচিত্র্য নির্ভর শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর তার জন্যে প্রয়োজন জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা।

জীববৈচিত্র্য রক্ষার দায়িত্ব ক্রমশ: গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আরও একটি কারণে। বিশ্বে জীববৈচিত্র্য চুরির অন্যতম লক্ষ্য ভারত। কারণ জীববৈচিত্র্যে পৃথিবীর প্রথম ১২টি দেশের অন্যতম হল আমাদের দেশ। রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড ইন্টারন্যাশানাল ৫৭টি বহুজাতিক সংস্থার তালিকা প্রকাশ করেছিল, যারা তৃতীয় বিশ্বের জৈব সম্পদ লুঠ করছে। সায়েন্স রিপোর্টারের একটি সংখ্যায় অন্তত: ১০টি সংস্থার নাম জানানো হয়েছিল যারা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভেষজ নিয়ে যাচ্ছে এবং তা থেকে উৎপন্ন ওষধির পেটেন্ট নিচ্ছে। নিম ও হলুদ থেকে তৈরি ওষধির বিদেশী পেটেন্ট বাতিল হয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু জীববৈচিত্র্যজাত সম্পদ চুরির প্রবণতা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারত বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ টনের মতো তেঁতুল উৎপন্ন করে, যা পৃথিবীতে মোট তেঁতুল উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক। অথচ আমেরিকা ও জাপান এই দু'টি দেশ তেঁতুল থেকে উৎপন্ন খাদ্য এবং ভেষজ ওষুধ এবং তা উৎপন্ন করার জন্য প্রায় ষাটটা বিভিন্ন ধরনের পেটেন্ট পঞ্জীভুক্ত করেছে। অথচ ভারত পঞ্জীভুক্ত করতে পেরেছে মাত্র আটটা পেটেন্ট। ইতিমধ্যে ভেষজগুণ সম্পন্ন প্রায় ৫০ টিরও বেশি ভারতীয় উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্টগুণকে পেটেন্ট করে নিয়েছে বিদেশীরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:- বাদরলাঠি বা অমলতাস, কালোজিরে, বড় খেরুই, দোপাটি, মিষ্টি সরষে, ডালমিয়া, গোলমরিচ, ভুঁইআমলা, রঙ্গনবেল, ভেরেন্ডা, গুদকামাই, অর্জুন, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, করলা, মোমচিনা, গোখসুরা, রীঠে, কুলবিড়, আদা, আপাং ধাতকি ও কাঁঠাল। ১৯৯২ এর রিও ডি জেনিরো সম্মেলনে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব জৈবসম্পদ রক্ষার অধিকার স্বীকৃত হলেও তার ফল পেতে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান আহরণ করা, তা নথিভুক্ত করা এবং পেটেন্ট নেওয়া প্রয়োজন। পেটেন্ট বিশেষজ্ঞ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব থাকলেও এই সম্পদ চিহ্নিত ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বনবিভাগের কর্মীরা। অথচ তাদের মধ্যেই এব্যাপারে অনীহা সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি সংসদে পাশ হয়েছে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত আইন। এই আইনে তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল সংরক্ষণ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার এবং সম্পদ ব্যবহারের মুনাফার ভাগাভাগি। জীববৈচিত্র সম্পদ হিসেবে আইনে উদ্ভিদ, প্রাণী, জীবাণু বা এসমস্তের অংশ জিন বা জিনের অংশের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে দেশের সমস্ত জীববৈচিত্র্যের উপর নজর রাখার জন্যে তিনটি পর্যায়ের সংস্থার কথা বলা হয়েছে। যেমন - জাতীয় পর্যায়ে: ন্যাশানাল বায়োডায়ভারসিটি অথোরিটি। রাজ্য পর্যায়ে: স্টেট বায়োডাইভারসিটি বোর্ড। পঞ্চায়েত স্তরে: বায়োডাইভারসিটি মনিটরিং কমিটি।

দেশীয় কারিগরি জ্ঞান সংগ্রহ, নথিভুক্তিকরণ ও বৈধকরণের জন্যে উৎসাহী ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাঘোষণার সুবিধার্থে তারা সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র বা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্যেও উদ্যোগ নিয়েছে তারা। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মসূচির কাজ হাতে নিয়েছে। এই কাজটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের দেশব্যাপী জাতীয় জীব বৈচিত্র্য কর্মনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় শক্তিশালী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজের মুখ্য বেসরকারি সংস্থা হিসেবে সাহায্য করছে রামকৃষ্ণ মিশনের জে এফ এম প্রোজেক্ট।

এই কাজ সম্পন্ন করার জন্যে পরিবেশ দপ্তর কর্মশালা, গণশুনানি ইত্যাদির আয়োজন করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে ভেষজ উদ্ভিদের জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করার কাজ শুরু হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা হিসেবে এই কাজে সাহায্য করছে ফসেট। এদিকে জাতীয় পরিবেশ সচেতনতা প্রসার অভিযানের মাধ্যমে বেশ কিছু সংগঠন ইতিমধ্যে স্থানীয় ভিত্তিতে ভেষজ উদ্ভিদের তালিকা প্রস্তুতির কাজ শেষ করেছে। স্কুল অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের মাধ্যমে এই কাজে আর্থিক সহায়তা করেছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক।

সুতরাং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও এই উদ্যোগগুলিকে সংগঠিত করে সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা এখনো সেভাবে চোখে পড়েনি। আর গ্রাম বা পঞ্চায়েতভিত্তিক জীব বৈচিত্র্যজাত সম্পদের নথিভুক্তিকরণের যে নির্দেশ আইনে রয়েছে সে সম্পর্কে কোন পঞ্চায়েতই ওয়াকিবহাল নয়। তাছাড়া আইনে বেশ কয়েকটি অসঙ্গতি সমাজ সচেতন মানুষের নজর এড়িয়ে যায়নি। প্রথমত: জাতীয় পর্যায়ে এন বি এ'র হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত করে রাখলে কাজের ক্ষেত্রে তা কতটা গতিশীল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তাছাড়া এন বি এ ও এস বি বি এর সদস্য ও কর্মচারীদের তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজকে কেন্দ্র করে সমস্ত ধরনের আইনি ব্যবস্থার উর্দ্ধে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে তাদের দপ্তর সম্পর্কিত কোনও কাজের জন্যে ভারতের কোনও আদালতে অভিযোগ করা যাবে না। দেশের কোনও সরকারি কর্মচারীকে আইনের উর্দ্ধে রাখা নজিরবিহীন ঘটনা। দ্বিতীয়ত: আমাদের দেশের কোনও জৈব সম্পদ বা সে সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়ার অধিকার কেবলমাত্র এন বি এ কে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্যে বিদেশী ব্যক্তি বা সংগঠনকে অনুমতি প্রদানের অধিকারও এন বি এ কে দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য স্তরের এস বি বি বা পঞ্চায়েত স্তরের বি এম সি এর সঙ্গে পরামর্শ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। অর্থাৎ কোনও একটি বিশেষ জীব বৈচিত্র্যে যে অঞ্চলের সম্পদ সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মতামতের তোয়াক্কা না করে এন বি এ তা বেচে দিতে পারে কোনও বিদেশী ব্যক্তি বা সংগঠনকে। অবশ্য ঐ সম্পদ বিক্রি হওয়ার পর ঐ বিশেষ অঞ্চলে বা জনগোষ্ঠীর জন্যে কিছু এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রস্তাবিত বিলে। কিন্তু সেই জৈব সম্পদ বিক্রির টাকা কাদের মধ্যে কিভাবে ভাগ হবে তার কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। অর্থাৎ লভ্যাংশ ভাগ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে তা এই আইনে অস্পষ্ট।

তৃতীয়ত: একটি অসঙ্গতি পরিস্কারভাবে বোঝা না গেলেও নজর এড়ায় না। ইতিমধ্যে জৈবদস্যুতার ক্ষেত্রে নতুন একটি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। তা হল আমাদের দেশে কোনও একটি জৈব পদার্থ বা জৈব উপাদান এমনকি জিনের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে তার পেটেন্ট করা। এই সামান্য পরিবর্তন হল আইনি ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে বিশেষ চেষ্টা। অথচ এই ধরনের চুরির ক্ষেত্রে আইনে কোনও কথাই বলা হয়নি।

চতুর্থত: যদিও আইনে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে কোনও জৈব সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের উপর কোনও বাধা থাকবে না। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট জৈব সম্পদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে তার পরিস্কার ব্যাখ্যা ঐ আইনে বলা নেই।

**জয়ন্ত দাস**

তিনের পাতার পর...

# ভেষজের উন্নতি

এব্যাপারে সরকারি যে প্রকল্পগুলির সহায়তা পাওয়া যেতে পারে সেগুলি হল -

১। এম জি এন আর ই জি এস (আই বি এস)।

২। উদ্যান পালন মিশন। ৩। এন আর এল এম।

ক) **বনৌষধি ভিত্তিক শিল্প সমবায় সমিতি** -

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই অঞ্চলের মানুষ ভেষজগুণ সম্পন্ন গাছ গাছড়ার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ভেষজ চিকিৎসার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো ক্রমশ: বেশি পরিমাণে এই ভেষজ ওষুধ প্রস্তুতির দিকে ঝুঁকছে। ফলে স্থানীয় অঞ্চলে ভেষজ গাছ গাছড়ার উপর ক্রেতার চাপ বাড়ছে। একদিকে যেমন অবৈজ্ঞানিকভাবে যথেচ্ছাচারে এই ভেষজ সম্পদ সংগ্রহ করার ফলে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানীর নামের মোড়কে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে - এই ব্লকের মানুষকেই, যারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করে আসছেন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে নিম্নলিখিত কর্মসূচি পালন করতে হবে। যথা-

১) নিজের গ্রামে জন্মায় এমন সব ভেষজ গাছের সমীক্ষা করা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার তালিকা প্রস্তুত করা।

২) ভেষজ গাছের প্রকৃত সনাক্তকরণ এবং সেগুলির স্থানীয় প্রচলিত নামের তালিকা তৈরি করা। যে গাছের স্থানীয় নাম প্রচলিত নয়, সেই গাছের ল্যাটিন নাম মনে রাখা অথবা স্থানীয় একটি নাম প্রচলন করা।

৩) প্রতিটি ভেষজ গাছের চেহারার বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা তৈরি করা, যা একটি গাছকে অন্য গাছের থেকে আলাদা করতে সাহায্য করবে।

৪) গাছের কোন অংশ যদি ওষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন - ছাল/ফুল/ফল/পাতা/কান্ড/শিকড় ইত্যাদি, তাহলে অনাবশ্যকভাবে ওষধি গাছের অপচয় হবে না।

৫) শ্রেণীবিন্যাসগতভাবে ভেষজ গাছের প্রকারভেদ অর্থাৎ বিরুৎ, গুল্ম এবং বৃক্ষ আমাদের চেনা প্রয়োজন। কারণ ভেষজ গাছ চাষের ক্ষেত্রে এটা জানা প্রয়োজন।

৬) যে সব ওষধি গাছের বাজারে চাহিদা বেশি তাদের তালিকা প্রস্তুত করা। সেগুলি চাষের ক্ষেত্রে মাটি ও আবহাওয়া সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। বনবিভাগের প্ল্যানটেশন মডেলের অন্তর্বর্তী ফসল হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

৭) ভেষজ গাছ সম্পর্কে বিশদ তথ্য যেমন - জন্ম, চাষ প্রণালী, ওষুধ প্রস্তুতি এবং তার গুণাবলী সম্পর্কিত তথ্য নথিভুক্ত করা প্রয়োজন।

৮) অত্যধিক আহরণের ফলে যে সব গাছ আজ অবলুপ্তির পথে তার তালিকা প্রস্তুত করা।

৯) অবলুপ্তপ্রায় গাছগুলির প্রাকৃতিক পুন:জন্মের সুযোগ দেওয়া। প্রয়োজন হলে চারা তৈরি করে রোপনের ব্যবস্থা করা। এব্যাপারে বনদপ্তরের সিলভি কালচার বিভাগের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১০) সংগ্রাহকের স্বার্থে ভেষজ সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগী ব্যবসায়ীর অবসান ঘটিয়ে সংগ্রাহক ওষুধি প্রস্তুতকারী সংস্থার মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা। প্রয়োজনে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা।

১১) অনেক ভেষজকেই বিপণনের আগে আধা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন পরিবহন খরচ কমবে। অন্যদিকে তেমনি স্থানীয়ভাবে কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১২) স্থানীয় ভেষজ চিকিৎসকের পরিচালনায় স্থানীয় ভেষজ নিয়ে কিছু কিছু সাধারণ ওষুধ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত করা। স্থানীয় মানুষের উপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃহত্তর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১৩) ঐতিহ্যবাহী ভেষজ চিকিৎসার পুন:প্রবর্তন করা। এর জন্যে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলার সাথে সাথে এলাকার প্রধান ভেষজ চিকিৎসকদের তথ্য সমৃদ্ধ করা জরুরী। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পেটেন্ট লিটারেসি সেলের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

*জনমুখী গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে গ্রাম সংসদ সভার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পঞ্চায়েত আইনের ১৬(ক) ধারায় গ্রাম সংসদ সভার উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় সরকারের সাথে জনগণের সংযোগ ঘটানোর একটি বড় মঞ্চ হল গ্রাম সংসদ সভা। বিগত বেশ ক'বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম সংসদ সভার প্রতি মানুষ তেমন কোন আকর্ষণ অনুভব করছেন না। গ্রাম সংসদ সভাগুলিকে ভোটারদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পঞ্চায়েতগুলি নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-১ ব্লকের গুসকরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি আকর্ষণীয় সংসদ সভা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রদীপ মুখোপাধ্যায়।*

# গ্রাম সংসদ সভার আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগী পঞ্চায়েত

জনমুখী পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে গ্রাম সংসদ সভা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা গ্রাম সংসদ সভার মাধ্যমেই গ্রামের মানুষের চাহিদাগুলি উঠে আসে। তাছাড়া পঞ্চায়েত মানুষের চাহিদার কতটা পূরণ করতে পেরেছে এই ধরনের সভায় তাও মূল্যায়ন করা হয়। সেদিক থেকে এই সভা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং এলাকার নাগরিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন বলা যেতে পারে। এবছর এই সভা আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড গঠন হওয়ার পর প্রায় চার পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। তাই মানুষের ভাবনা চিন্তার সাথে সহভাগী হওয়ার জন্য গুসকরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য নব-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই সংসদ সভার বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

কিন্তু বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় পঞ্চায়েত কর্মচারীদের থেকে তারা জানতে পারেন এই এলাকার গ্রাম সংসদ সভায় জনগণের অংশগ্রহণ খুব একটা সন্তোষজনক নয়। তাই গ্রাম সংসদ সভাকে সফল করতে এবং সেখানে জনগণের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে গ্রাম বাংলার মানুষজন সারাদিন খেতে-খামারে চাষের কাজে ব্যস্ত থাকেন। সেসব ছেড়ে দিয়ে অফিসের সময়ে সভায় যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সন্ধের পর এই সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। গ্রামের আটচালার যেখানে সাধারণত সারাদিনের পর মানুষজন কিছুক্ষণের জন্য বসে পারস্পরিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন সেধরনের স্থানকেই সভাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। গ্রামের প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সভার জায়গা এবং সময় জানিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র আলোচনা নয়, সভাটিকে মনোগ্রাহী করে তুলতে এবং সেখানে গ্রামীণ মহিলাদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে জলসারও ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে বাউল শিল্পী থেকে শুরু করে বেতার শিল্পীদের মাধ্যমেও সংগীত পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাম সংসদ সভার মঞ্চেই একশ' দিনের কাজ ও নির্মল ভারত অভিযান সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। লোকশিল্পীরাও গানের মাধ্যমে এই দু'টি প্রকল্পের প্রচার করেন।

গ্রাম সংসদ সভাকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে উপস্থিত প্রবীণ ব্যক্তিদের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাদের কাছ থেকে গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে মতামত নেওয়া হয়। এছাড়া উপস্থিত জনগণের পক্ষ থেকেও গ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন দাবী জানানো হয়। সেই সমস্ত দাবী-দাওয়া পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নথিভুক্ত করা হয়। এছাড়া পঞ্চায়েত যে সমস্ত কাজ করেছে বা আগামী দিনের জন্য যে সমস্ত কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেগুলি উপস্থিত জনগণের কাছে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত করা হয়। উপস্থিত আধিকারিকদের সাথে জনগণের সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা করা হয় সংসদ সভায়।

গুসকরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ ও ৫ নং সংসদের সংসদ সভা বসেছিল আলিগ্রাম নেতাজী রুরাল লাইব্রেরীর মুক্তমঞ্চে এবং ধর্মরাজের আটচালায়। অন্যদিকে ওই পঞ্চায়েতেরই শিবদা কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ নম্বর সংসদের সংসদ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেও একই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে ওই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রিয়বন্ধু মাঝি সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার পেয়েছেন। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গ্রামে ওই শিক্ষকের অবদান ও গ্রহণযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে, সেই আবেগকে সম্মান জানানোর জন্য গ্রাম সংসদ সভাতেই ওই শিক্ষককে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সংসদ সভাগুলিতে প্রধান রানু সাঁতরা, উপ-প্রধান গদাধর কবিরাজ, সংসদ সদস্য এবং পঞ্চায়েত কর্মচারীরা ছাড়াও বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম-১ এর বিডিও অরুন পাল, সভাপতি আয়েশা খাতুন, সহ কৃষি অধিকর্তা ড: দেবতনু মাইতি, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শেখ নিজামুদ্দিন, জেলা পরিষদ সদস্যা রুবী ধীবর, শেখ টগর প্রমুখ। পরীক্ষামূলকভাবে রবি ঠাকুরের আনন্দ পাঠশালার ধাঁচে আয়েজিত এই গ্রাম সংসদ সভাগুলিকে সফল বলা চলে। গ্রামীণ মহিলা সহ সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মত। উপস্থিত পদাধিকারী ব্যক্তিরা এই ধরনের সভার আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে ধন্যবাদ জানান।

প্রথম পাতার পর...

# স্বেচ্ছাসেবী সংহতি মঞ্চ

আহ্বায়ক দুর্গা ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি অরুন গুপ্ত এবং সভাপতি সুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় মঞ্চের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। ময়ূরেশ্বর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁর ব্লকের কাজকে ত্বরান্বিত করতে ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে চান, এর জন্য তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সহায়তা দরকার বলে মনে করেন। স্পষ্ট ভাষায় জেলা সভাধিপতি বিকাশবাবু বলেন, ভালো কাজ করলে আমরা সঙ্গে আছি, তবে দেখবেন এন জি ও যেন লাভজনক কোম্পানী না হয়ে যায়। অতিরিক্ত জেলাশাসক বিধান রায় আগামী দিনে জেলার উন্নয়নের কাজে স্বেচ্ছাসেবী মঞ্চের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন।

একটি সুস্থ সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমন্বয় মঞ্চের উপর জেলা যেভাবে আস্থা জ্ঞাপন করলেন এবং একসঙ্গে কাজ করার কথা বললেন তা দেখে উদ্বুদ্ধ সংহতি মঞ্চের সদস্য সংগঠনগুলি। সভার শেষে ছিল বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক পুতুল নাটিকা যা সারাদিনের সদর্থক আলোচনার প্রাঞ্জল সমাপ্তি ঘটাতে সাহায্য করে।

প্রথম পাতার পর

# এক বিন্দুতে

জন্য শতকরা ০.৫ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। আর সেই সুদের টাকা কাটা যাবে যে সরকারি কর্মী এই দেরীর জন্য দায়ী তার বেতন থেকে।

গ্রামের গরীব মানুষরা তাদের বাড়ীতে শৌচাগার তৈরির জন্য ১০ হাজার টাকা করে পাবেন বলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জানান। একশ' দিনের কাজের প্রকল্প থেকে এই টাকা দেওয়া হবে। ইন্দিরা আবাস যোজনায় যে সমস্ত বাড়ী তৈরি হবে সেখানেও শৌচাগার তৈরির জন্য ১০হাজার টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জানান।

# লোকপালের আট দফা

⇨ লোকপালের একজন চেয়ারপার্সন সহ ৯ জন সদস্য থাকবেন। সদস্যরা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন না। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশই হবেন বিচার বিভাগের সদস্য। বাকি ৫০ শতাংশ সদস্য পদ সংরক্ষিত থাকবে তপসিলি জাতি ও উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের জন্য।

⇨ লোকায়ুক্ত নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে রাজ্যগুলির হাতে। কেন্দ্রে লোকপালের মত রাজ্যেও লোকায়ুক্ত গঠন করতে হবে বিল পাশ হওয়ার এক বছরের মধ্যে।

⇨ লোকপালের সদস্যদের নিয়োগ করা হবে একটি কমিটির মাধ্যমে, যে কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা, লোকসভার স্পিকার, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ। চারজনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশিষ্ট আইনজীবী ক্যাটেগরিতে পঞ্চম সদস্যকে মনোনীত করবেন রাষ্ট্রপতি।

⇨ সি বি আই সরাসরি লোকপালের অধীন নয়। লোকপাল আলাদা করে কোনও তদন্তের ভার দিলে তবেই দায়িত্ব নেবে সি বি আই। লোকপালের অনুমতি ছাড়া তদন্তকারী সি বি আই অফিসারদের বদলি করা যাবে না। সি বি আই এর জন্য ডাইরেক্টরেট অব প্রসিকিউশান গঠন করা হবে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের সুপারিশে।

⇨ তদন্তের ব্যাপারে খোঁজ খবর শেষ করতে হবে ৬০ দিনে। তদন্ত শেষ করতে হবে দু'মাসে। দোষী প্রমাণিত হলে সাজা হতে পারে সর্বোচ্চ দশ বছর।

⇨ সুপ্রিম কোর্টের তদন্ত ও সুপারিশের ভিত্তিতে লোকপাল সদস্যদের বরখাস্ত করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি।

⇨ প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য সরকারি কর্মীরাও লোকপালের আওতায় থাকবেন। সরকার পরিচালিত সোসাইটি, ফান্ড এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (এন জি ও) লোকপালের আওতায় থাকবে।

⇨ ১০০ সাংসদের সই পেলে লোকপাল সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্তভার রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে যাবে।

প্রথম পাতার পর...

# উন্নয়ন ও পরিষেবা

উল্লেখযোগ্য হল, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অনুদানের টাকায় জেলা পরিষদ বিল্ডিং এর ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জেলা পরিষদ যেমন স্বয়ম্ভর হবে, তেমনি জেলা পরিষদের বিদ্যুতের খরচও কমবে। একই সঙ্গে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে প্রতিটি ব্লকে এবং পঞ্চায়েতগুলিতেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে বলে তিনি জানান।

সভায় সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকার মানুষের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেগুলি সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে স্বয়ম্ভর জেলা পরিষদ গঠন করাই তাদের মূল লক্ষ্য। কাজ করার ইচ্ছে থাকলে অর্থের কোনও সমস্যা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দেন। এদিনের সভায় সভাধিপতিকে কখনো অভিভাবকের ভূমিকায়, আবার কখনো শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। উন্নয়নের স্বার্থে কখনো কড়া হতে বলেছেন, আবার কখনো বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জনপ্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছেন। তাই মানুষকে সাথে নিয়েই মানুষের জন্য কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, সরকারকে মানুষের জন্য কাজ করতে হলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করতে হবে। তাই প্রকল্পগুলির সঠিক রূপায়ণের ব্যাপারে পঞ্চায়েতকেই উদ্যোগী হতে হবে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। বর্ধমান জেলাকে নির্মল জেলার শিরোপা অর্জনের ক্ষেত্রে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি। এছাড়া আগামী দিনে একশ' দিনের কাজের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলাকে দেশের মধ্যে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়াকে পাখীর চোখ করে এগোতে চাইছেন বলেও সভাধিপতি জানান। এ ব্যাপারে কাজ করতে গিয়ে কারো কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ফোন করার অনুমতিও দিয়ে দেন জেলা সভাধিপতি।

এদিনের সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও জেলাশাসক ড: সৌমিত্র মোহন টেলিফোনের মাধ্যমে তার বার্তা উপস্থাপিত করেন। প্রধান, উপ-প্রধানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা জানুন এবং তা সমাধানের পথ বের করুন'। এদিনের সভায় জেলা পরিষদের সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানের কাজের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে পঞ্চায়েতের নিয়মকানুন সম্বলিত একটি পুস্তিকা এবং জেলা আধিকারিকদের টেলিফোন নম্বরের একটি ডাইরেক্টরি সকলকে দেওয়া হয়।

### সুসংহত জল বিভাজিকা কর্মসূচি

# চাষবাসে পরিবর্তনের ভাবনাই দারিদ্র দূর করতে পারে

**যাদব কুমার মন্ডল :** মানুষ পরম্পরা যুক্ত কাজে বিশ্বাসী। যে কাজটি তারা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন সেই কাজটিই তারা দিনের পর দিন চালিয়ে যান। খুব একটা পরিবর্তনের পক্ষপাতী হন না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি যখন দরজায় এসে কড়া নাড়ে তখন দরজা বন্ধ রাখলে মানুষকে অনেক বিষয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

তা সে কৃষি, শিল্প বা অন্য যে কোন ধরনের উন্নয়নমুখী কাজ হোক না কেন? মানুষের এই পরিবর্তন বিমুখতা আর্থিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। তখন মানুষ দোষ দেয় তার ভাগ্যকে। যদি মানুষ গবেষণা করবার চেষ্টা করে, নতুনত্ব নিয়ে ভাববার চেষ্টা করে তাহলে মনে হয় মানুষের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা বেশ খানিকটা কমবে।

বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের তাঁতীপাড়া অঞ্চলে সুসংহত জল বিভাজিকা কর্মসূচি রূপায়ণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা লোক কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে রাজনগর ব্লকের চাষীদের শুখা অঞ্চলে ধানের বিকল্প হিসাবে অন্যান্য ফসল চাষের চিন্তা ভাবনা দেওয়া হয়। তাঁতীপাড়া মৌজায় মধুসূদন ঘোষ, জয়ন্ত মন্ডল, পার্থসারথি পাল, আশিস বাগ প্রমুখ চাষীরা এই নতুন ভাবনা গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা তাঁতীপাড়া ক্যাম্প অফিসে এসে তাদের এই ভাবনার কথা লোক কল্যাণ পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কাছে জানান। তখন তাদের সোয়াবিন, অড়হর, ভুট্টা, বাদাম প্রভৃতি কম জলে চাষ হয় এমন ফসল করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন ভাবনা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু হয়। যেখানে এই সমস্ত চাষ করা হয় সেটার নাম 'বনকাটি তরী'। এখানে আজ থেকে সাত-আট বছর আগে চাষ হত। তারপর থেকে লাভজনক না হওয়ার জন্য অনেকেই চাষবাস বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বর্তমান বছরের শুরুতেই কাঠা প্রতি এক কেজি বাদাম দিয়ে কাজ শুরু করলেন। তারপর দেখা গেল, এখানে উৎপাদন হয়েছে পঁয়ত্রিশ কেজি। যদি বিঘা হিসাবে বিচার করা হয় ৭০০ কেজি, যার বর্তমান দাম-একদম কাঁচা কেজি প্রতি চল্লিশ টাকা, শুকনো খোলাসুদ্ধ সত্তর টাকা, খোসা ছাড়া একশ'কুড়ি টাকা। যদি এক বিঘা বাদাম চাষ করে ২৮০০০ টাকা আয় হয়, তাহলে খুব ভালো জমিতে ধান খুব ভালো হলে আটশ'কেজি পর্যন্ত ফলন হতে পারে। গড়ে প্রতি কেজি ধানের মূল্য যদি বারো টাকা করে পাওয়া যায় তাহলে বিঘা প্রতি আয় হয় ৯৬০০ টাকা। তাছাড়া ধান চাষে সার, শ্রমিক, জল, বীজ প্রভৃতির জন্যও খরচ প্রচুর। রোগপোকার নিয়ন্ত্রণেও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। সব খরচ ধরলে খুব একটা লাভজনক হয় না। যারা বাদাম চাষ করেছেন তাদের লাভ দেখে এখন অন্যান্যদেরও আফসোস করতে হচ্ছে। কারণ ওই 'বনকাটি তরী'তে জমিগুলি ফাঁকাই পড়ে আছে। তারা লোক কল্যাণ

পরিষদের কাছে ভুট্টা, সোয়াবিন, বাদাম, অড়হর চাষ করার আবেদন জানিয়েছেন। এ ধরনের শুখা জায়গায় ধান চাষ না করে যদি অন্যান্য ফসল চাষ করা যায় তা যে চাষীদের কতটা উপকারে আসবে তা বোঝার জন্য বাদাম চাষের উদাহরণটুকুই যথেষ্ট।

# প্রাণী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ উদ্‌যাপন

**বার্তা প্রতিনিধি :** সপ্তদশ 'জাতীয় প্রাণী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ' উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের চোরাপাহাড়ি গ্রামের প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গনে জেলা স্তরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৫ই নভেম্বর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলা সভাধিপতি গ্রামীণ সম্পদ রূপে প্রাণী পালনের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত: চাষবাস ও প্রাণীপালনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামের মানুষের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে কৃষি ও প্রাণী পালনের কথাই বিশেষভাবে উঠে আসে। তাই গ্রামীণ সম্পদ হিসেবে এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের আরও বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে সুযোগসুবিধাগুলি সাধারণ মানুষের প্রাপ্য তা যদি তারা জানতে পারেন তবে সেটা তাদের বিশেষ উপকারে আসবে। গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পগুলিকে পৌঁছে দিতে পারলে তাদের অর্থনৈতিক

বিকাশের পথ সুগম হবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রাণী পালন সপ্তাহ উপলক্ষে এদিন স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের মধ্যে মুরগীর বাচ্চা বিতরণ করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হাজারি বাউরি, রঘুনাথপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণ মাহাত এবং জেলা প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ- অধিকর্তা রূপম বড়ুয়া সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

এ দিকে, জয়পুর ব্লকের জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হোয়াংদা সংসদে গরু, মোষ, হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হোয়াংদা সংসদের 'মা গঙ্গা উপসংঘ' এই টিকাকরণের দাবী জানিয়ে আসছিল। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'লোক কল্যাণ পরিষদ', ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই টিকাকরণ শিবিরটি সাধারণ মানুষের যথেষ্ট উপকারে লেগেছে বলে গ্রামবাসীদের অভিমত।

# রুক্ষ্ম মাটির দুঃখ ঘুচাতে তৎপর মহিলা কিষাণরা

**বার্তা প্রতিনিধি :** সবুজের সমারোহ ঘটিয়ে রুক্ষ্ম মাটির চেহারা পাল্টে দিতে বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর পঞ্চায়েতের আটটি সংসদ নিয়ে শুরু হল মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ। খয়রাশোল ব্লকের এই অঞ্চলটি রুক্ষ্ম ও শুষ্ক অঞ্চল রূপে পরিচিত। চাষবাসের অবস্থা খারাপ বলেই অধিকাংশ পরিবারের দিন চলে বেশ কষ্টে। পরিবারের আর্থিক দুর্দশা ঘুচানোর জন্য তারা যে সমস্ত স্বনির্ভর দল তৈরি করেছেন যেমন, মহিলা দল, মিশ্র দল এবং পুরুষ দল,

সচেতনতার অভাবে এই সমস্ত দল কোন কাজ করতে পারেনি। দল করার পিছনে তাদের ধারণা ছিল, রাজ্য সরকার থেকে লোন হিসাবে যে টাকা পাওয়া যাবে সেটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবেন। যেহেতু টাকা পেয়ে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার কোন উদ্যোগ নেয়নি, তাই এখন লোন শোধ করাও তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে অনেক স্বনির্ভর দল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ তাদের স্বনির্ভর করার মধ্য দিয়ে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তোলার ব্যাপারে দলগুলির যে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তা তারা কোনওভাবেই কাজে লাগাতে পারেননি। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রাথমিক সমীক্ষার মধ্য দিয়ে লোকপুর অঞ্চলে পরিযোজনা কর্মসূচির কাজ শুরু করেছে লোক কল্যাণ পরিষদ। প্রাথমিক সমীক্ষার সাথে সাথে ৫১টি স্বনির্ভর দলকে মাশরুম বীজ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল, মহিলা কিষাণ পরিবারগুলি যাতে প্রতি বছর ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় সুনিশ্চিত করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি সহ সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো।

# জৈব সারে চাষবাস ফলবে ফসল বারোমাস

**বার্তা প্রতিনিধি :** পুরুলিয়া জেলার জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধবনী সংসদের মহিলা কিষাণ অলোকা গোপ এক কাটার সামান্য বেশি জমিতে এ বছর বেগুন চাষ করে ভালই লাভ করেছেন। তার কাছে এই মাটি সোনার চেয়েও অনেক বেশি খাঁটি। বীজ ও চাষের জন্য ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। আশ্বিনের শেষ দিকে বেগুনের চারা লাগিয়ে দু'মাস পর থেকে বেগুন বিক্রির পর্যায়ে এসে গেছে। একবার ২০ কেজি এবং আর একবার ২৫ কেজি স্থানীয় হাটে বিক্রি করা হয়েছে। প্রতি কেজির দাম ৩৫-৪০ টাকা। জৈব সার দিয়ে চাষ করায় চাষের খরচও কম হয়েছে। এক লিটার জলে ১৫০ গ্রাম গোবর দিয়ে তৈরি তরল সার রোগ পোকা দমনে ভাল ফল দিয়েছে। বাজারে বিক্রি, বাড়ীতে খাওয়া এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে পাঠানো নিয়ে ইতিমধ্যেই ২৫০০ টাকার মত বেগুন পাওয়া গেছে। এখনও অনেক বেগুন পাওয়া যাবে। এইটুকু জায়গায় কি শুধু বেগুন? লাউ, সীম, পেঁপে, লেবু-এসবের মূল্যই বা কম কীসে। বাড়ীতেই খাওয়া হচ্ছে। বাইরে থেকে কিনে খাওয়াটা কি আমাদের মত গরীব ঘরে সম্ভব? অলোকা গোপ নিজের মনেই প্রশ্ন করেন।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত